Political Science (Hons) 2nd Semester

CC.3. Politics in India (Unit-3)

সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) বলতে কি বোঝ? সাম্প্রদায়িকতার কারণগুলি আলোচনা কর।

সাম্প্রদায়িকতার অর্থ সহজে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি বিশেষভাবে জটিল। সাম্প্রদায়িকতার ধারণার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান বর্তমান। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে ধর্ম অন্যতম। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে, একথাও অস্বীকার করা যাবে না। যেমন, সাম্প্রদায়িক হিংসা বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এইসূত্রে অন্যান্য অমানবিক কাজকর্মকে সমর্থন করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, শিখ সাম্প্রদায়িকতা কথাগুলি বিভ্রান্তিকর ও বিভাজনমূলক, এই কারণেই বলা হয় সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি বিশেষভাবে জটিল প্রকৃতির।

সাম্প্রদায়িকতার অর্থঃ বিপান চন্দ্র তাঁর Communalism in Modern India গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে অর্থবহ আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সাম্প্রদায়িকতার ধারণা একটি বিশেষ বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিশ্বাস অনুসারে বলা হয় যে, বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক। এই ধর্মীয় পার্থক্য জনসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ অন্যান্য পার্থক্যকে ছাড়িয়ে যায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখরা হল স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী জনসম্প্রদায়। স্বভাবতই তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বৈপরীত্যমূলক। অর্থাৎ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লাভ অপর একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষতি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। মনে করা হয় একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সবসময়ই অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষতিসাধন করে এবং নিজের সামাজিক-

ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। বিপানচন্দ্রের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে ধর্মীয় জনসম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক বিরোধিতাই হল সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতার ধারণার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনাও বর্তমান। সাম্প্রদায়িকতার ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে রাজনীতিক আনুগত্যের বিষয়টি বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের পরিণতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিচারবিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, সাম্প্রদায়িকতা ব্যক্তি মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে বিচলিত করে দেয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক জীবনধারাকে বিপন্ন করে তোলে। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় ভিত্তিতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভেদ ও বিসম্বাদের সৃষ্টি করে।

সাম্প্রদায়িকতার কারণ :

সাম্প্রতিককালে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে এই অশুভ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

① রাজনৈতিক সুবিধাবাদ : রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তি ও প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। নির্বাচনী স্বার্থে এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর বিবাদে ইন্ধন জুগিয়েছে, প্রয়োজন হলে বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দলগুলির সাথে নির্বাচনী বোঝাপড়া করে নিয়েছে, রাজনৈতিক স্বার্থে মৌলবাদী-গোষ্ঠীগুলিকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

② নির্বাচনী রাজনীতি : নির্বাচনী রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। নির্বাচনী স্বার্থে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে একই ধর্মগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে ভোটলাভের চেষ্টা চলে। ভোটলাভের জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় চেতনা, আবেগ ও স্বার্থকে প্রভাবিত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, এই বিষয়গুলোর হাত দিয়েই সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজদেহে প্রসারিত হয়েছে।

③ সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন : বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংঘ ও দল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উপজীব্য করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, কয়েকটি মৌলবাদী সংগঠন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনসাধারণের ভিতরে প্রভাবিত করেছে, তারা সর্বদাই ভয়, বিদ্বেষ, নিরাপত্তাহীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনে উন্মুখ।

④ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : ভারতের কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় বিদ্বেষ, বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, বহু ধর্ম প্রতিষ্ঠান জঙ্গী ও উগ্রপন্থীদের আশ্রয়স্থল, তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে গোপনে লালন করছে।

⑤ গণপ্রচার মাধ্যম : কয়েকটি প্রচারসর্বস্ব সংবাদ পত্র, পত্রিকা ও গণপ্রচারমাধ্যম বিকৃত তথ্য, বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে ইন্ধন দিচ্ছে। সংবাদপত্র, দূরদর্শন, পত্রিকাগুলি সাম্প্রদায়িকতার প্রশমনে ও প্রতিরোধে যথাযথ ভাবে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি।

⑥ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবক্ষয় : ভারতের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবক্ষয় ও অবনমন খুবই বেদনাদায়ক। ব্যাপক দুর্নীতি, প্রশাসনিক ঔদাসীন্য, দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাবে সরকার, দলব্যবস্থা, স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। [illegible] এই পরিস্থিতিই সাম্প্রদায়িকতার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

⑦ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন : রাজনীতিতে দুর্বৃত্তদের প্রবেশ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন নির্বাচনে পেশিশক্তির সমাদর ও সমাজবিরোধীদের নিয়োগ ভারতের রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেছে। রাজনৈতিক নেতারা প্রয়োজন বোধে দুর্বৃত্তদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির কাজে

দলগুলোর ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করছে।

④ শিক্ষাব্যবস্থা: ভারতে কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মান্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারে সাহায্য করেছে। সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ও অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সুবিধাবাদের উত্থানে কাজ করছে।

⑤ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি: দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসারে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলেছে। ব্যাপক দারিদ্র্য, তীব্র বৈষম্য অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দুঃস্থ বঞ্চনা। চিকিৎসার অভাব বেকারত্ব - নিম্নমানের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা, জনগণের মধ্যে তীব্র হতাশা সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপ নিয়েছে।

মূল্যায়ন: পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সমাজে বহু দিনের পারস্পরিক অবস্থান প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। একই সঙ্গে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে জনগণের মনে সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার ঘটায়। এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়চেতনার প্রসারের দ্বারাই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

— ০ —